বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

জুন ২০১৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২০

ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতা

স্মৃতিময় দিনগুলো

আবদুর রব ১৯৭৬ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় ৩২ বছরের কর্মজীবন শেষে ২০০৮ সালের ৩০ এপ্রিল চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক। ব্যাংক পরিক্রমার ধারাবাহিক 'স্মৃতিময় দিনগুলো'র এবারের অতিথি প্রাক্তন এই যুগ্ম পরিচালক।

আবদুর রব

প্রাক্তন যুগ্ম পরিচালক

বর্তমানে আপনি কি করছেন ?

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণের পর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। অনেক ব্যস্ততার মাঝে কেটে যায় আমার সময়। প্রকৃত অবসর জীবনের স্বাদ আমি এখনও পাই নি।

অবসর সময়ে আপনি কি করেন ?

বই, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট এর মাধ্যমে অনলাইনে নানা বিষয়ে পড়াশুনা করে দিনের সিংহভাগ সময় কাটাই। স্ত্রী, মেয়ে ইন্টার্নি ডাঃ নাদিয়া নওরিন তাসনোভা ও ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অধ্যয়নরত সাদমান সাকিব আন্দালিবকে নিয়েই আমার সংসার।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত সময়ের কথা কিছু বলুন–

ছাত্রজীবন থেকে খেলাধুলার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ও ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার কারণে যোগদানের পর পরই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পরি। স্বাধীনতার পরে আমরা যখন ব্যাংকে যোগদান করি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য একটি ক্লাব ছিল। ক্লাবের সার্বিক কর্মকাণ্ডে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে বিনোদনের ক্ষেত্র প্রসারিত করা, ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন নতুন ইভেন্ট যুক্ত করে ক্লাব কর্মকাণ্ডকে বেশ আকর্ষণীয় করা হয়েছিল। সে সময়টি ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য একটি স্বর্ণযুগ। সে স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা আজও মনে করে রোমাঞ্চিত হই, শিহরিত হই। এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে যে মেধা ও শ্রম দিয়েছিলাম ব্যক্তিজীবনে তার সিকিভাগও দিই নি। অবশ্য এর মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আমরা তখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছিলাম।

কর্মরত সময়ে যাদের সহযোগিতা পেয়েছেন তাদের কথা মনে পড়ে ?

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম ডেপুটি গভর্নর মহবুবুর রহমান খান, আতাউল হক, ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী, এ, এইচ, তৌফিক আহমেদ, মোহাম্মদ আলী, জিএম আনসার উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম তোফাজ্জল হোসেন, এম,এ, কুদ্দুস, আমিনুজ্জামান লালু, সামসুল আলম এবং বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় দিনগুলোর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই–

এ বিষয়ে একটি অপারেশনের কথা বলি। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের ক্যাম্পে সংবাদ এলো সমাদ্দার ব্রীজে একদল রাজাকার ও কিছু মিলিশিয়া বাহিনী ব্রীজ পাহারায় থাকে এবং প্রতিদিন সকালে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢুকে হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা লুটতরাজ করে। অপারেশনের দিন সকালবেলা কমান্ডার খলিল আমাদের কমান্ডার মোহাম্মদ আলীকে অপারেশনের কথা জানিয়ে দ্রুত প্রস্তুত হতে বলল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌছে নৌকা থেকে নেমে ক্রলিং করে ব্রীজের কাছাকাছি গিয়ে অতর্কিতে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাবো। কিন্তু হঠাৎই একটি ডিঙি নৌকায় ৪/৫ জন সশস্ত্র রাজাকার রাইফেল উঁচিয়ে আমাদের নৌকা চ্যালেঞ্জ করে। আমরা দ্রুত নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমে নিকটবর্তী একটি বাড়ির গাছ ও ঘরের ভিটার পিছনে নিজেদের আড়াল করে পজিশন নেই। তখন টেকেরহাট ও মোস্তফাপুর ছিল পাক বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে মোস্তফাপুরের দিক থেকে টহলরত দুটি পাক বাহিনীর জীপ ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে আসে। ততক্ষণে আমরা এক রাজাকারকে ঘটনাস্থল থেকে ধরে নৌকায় তুলে নেই। পাক বাহিনী আমাদের নৌকা লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে থাকে। আমরাও গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদের গুলির রেঞ্জের বাইরে চলে যাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু বলুন–

আগে ব্যাংকের সকল কাজকর্ম সম্পাদিত হতো ম্যানুয়ালি। কাজের গতি ছিল শ্লথ। একটি কাজ সম্পন্ন করতে সময় লাগতো অনেক। ব্যাংকের কাজের মান নিঃসন্দেহে এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ডিজিটাল যুগ, সবকিছুই ডিজিটালাইজড। এ ডিজিটাল যুগে আরো বেশি প্রয়োজন তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর মহবুবুর রহমান খানের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন আবদুর রব

সম্পাদনা পরিষদ

■ **উপদেষ্টা**
ম. মাহফুজুর রহমান

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
গোলাম মহিউদ্দীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম
ইন্দ্রাণী হক

■ **প্রচ্ছদ**
মালেক টিপু

■ **গ্রাফিক্স**
মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

গভর্নর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি দেশের ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ার তরুণ অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টারদের নিয়ে পাঁচ কর্মদিবসব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ মে ২০১৩ অংশগ্রহণকারী রিপোর্টারদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রিপোর্টারদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) এর চেয়ারম্যান এবং এনসিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূরুল আমিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিসিপি) এর মহাব্যবস্থাপক এফ.এম. মোকাম্মেল হক।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি-কৌশল, উদ্যোগ, পদক্ষেপ ইত্যাদির পাশাপাশি ব্যাংকিং খাত ও অর্থনীতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির আগে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে সাংবাদিকদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা খুবই জরুরি। অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টারদের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা গেলে তারা বিভ্রান্তি এড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে তরুণ রিপোর্টারদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ থেকে তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে সাংবাদিকরা দেশের জন্য কল্যাণকর ও ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশে আরও উদ্যোগী ও যত্নবান হবেন বলেও গভর্নর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র রিপোর্টার কামাল উদ্দীন আহমদ এবং স্টাফ রিপোর্টার জিন্নাত জান কবীর তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য তারা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী তরুণ সাংবাদিকদের সাথে গভর্নর

সভাপতির বক্তব্যে ম. মাহফুজুর রহমান বলেন, পাঁচ কর্মদিবসের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা তরুণ সংবাদকর্মীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, কর্মশালাটি সার্থক করে তোলার জন্য গভর্নর সচিবালয়ের সিদ্দিকুর রহমান সুমন ও এনসিসি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এভিপি তরিকুল আলম আন্তরিক ভূমিকা পালন করেন।

৭, ৮, ৯, ১১ ও ১৪ মে, ২০১৩ এই পাঁচ কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রায় ১২৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। গভর্নর সচিবালয় ও ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর উদ্যোগে এবং এনসিসি ব্যাংক লিঃ এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় রিসোর্স পারসন ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা এবং এনসিসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ জগদীশ চন্দ্র দাস।

মতিঝিল অফিসে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিসে নবনিযুক্ত ক্যাশ অফিসারদের যোগদান উপলক্ষে ৫ মার্চ ২০১৩ অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মতিঝিল অফিসের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মতিঝিল অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুর রহিম। সভাপতিত্ব করেন মতিঝিল অফিসের কারেন্সী অফিসার (মহাব্যবস্থাপক) মোঃ সাইফুল ইসলাম। সভার শুরুতে ক্যাশ অফিসারদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মতিঝিল অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মতিঝিল অফিসের ব্যাংকিং কার্যক্রমের ওপর বক্তব্য রাখেন।

গুরুতর অপরাধ কমানোর হাতিয়ার

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ

মোঃ মাসুদ রানা

বিশ্বব্যাপী অপরাধ ও অপরাধীকে প্রতিহত করার জন্য যেভাবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে, তার ঢেউ পৃথিবীর অন্যতম উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশেও এসে পড়েছে। বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে অন্যান্য দেশের মতো কার্যকর অস্ত্রে পরিণত করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে লীড এজেন্সী বাংলাদেশ ব্যাংকে অবস্থিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও সরকারের পক্ষ হতে বেশ কিছু ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ প্রতিরোধ আন্দোলন আরো বেগবান হবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

আমরা যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাব, শুধু ড্রাগ সংক্রান্ত অপরাধের অর্থ লন্ডার করার প্রক্রিয়াকেই মানি লন্ডারিং হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য ছিলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের মাধ্যমে ড্রাগ সংক্রান্ত অপরাধকে নির্মূল করা এবং এ সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের অর্থ ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। অর্থাৎ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীদের অর্থ জব্দ করে মূলত অপরাধীদের অপরাধ সংঘটনের সক্ষমতা কমানোই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ অপরাধের সাথে অর্থের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত নিবিড়। অপরাধবিজ্ঞানীদের মতে ৯০% ক্ষেত্রেই অপরাধীর অপরাধের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ বা সম্পদ উপার্জন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ বা সম্পদ অপরাধের ইনপুট অথবা আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ কারণেই আজ শুধু ড্রাগ নয় বরং অপরাধবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্যের ফলে যাবতীয় গুরুতর অপরাধই মানি লন্ডারিং এর সম্পৃক্ত অপরাধ।

এখন প্রশ্ন হলো বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং এর পরিমাণ কতটুকু? এর পরিমাণ আমাদের দেশের জন্য কতটা উদ্বেগজনক? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের অর্থনীতিতে মানি লন্ডারিং এর ক্ষতিকর প্রভাবকে পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অপরাধ বিজ্ঞানী প্রফেসর জন ওয়াকার দেখিয়েছেন যে, অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে প্রতি ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লন্ডার করা হলে সে দেশের জিডিপিতে ১.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আউটপুট কমে যায়, জাতীয় আয় কমে ৬.১০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং একইসাথে ২৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায়। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মানি লন্ডারিং এর ক্ষতিকর প্রভাবকে পরিমাপ করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশে ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে উৎসারিত অর্থের পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ৫০ কোটি টাকার ড্রাগ কেনাবেচা হয় আর স্মাগলিং এর মাধ্যমে এদেশে প্রতিবছর প্রায় .৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উৎসারিত হয়। ইউনিসেফের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী এদেশে প্রতিমাসে ৪০০ নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়, যার মাধ্যমে এ খাতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থের লেনদেন ঘটে। এরকম নানাবিধ অপরাধ থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎসারিত হয়, তার অধিকাংশই বিভিন্ন উপায়ে লন্ডারিং করা হয়। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং একটি ভয়াবহ সমস্যা।

কার্যকরভাবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের মাধ্যমে সর্বস্তরের দুর্নীতি, ঘুষ, ড্রাগ ব্যবসাসহ যাবতীয় অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব এবং বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মূলত এ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টাই চলছে। বিষয়টি আরো একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

খুব সাধারণভাবে মানি লন্ডারিং এর সাথে অপরাধের সম্পর্ক Linear বা সমমুখী। অর্থাৎ যদি মানি লন্ডারিং করার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয় বা মানি লন্ডারিং করা সহজ হয় তবে অন্যান্য অপরাধ বাড়তে থাকে। অপরদিকে যদি মানি লন্ডারিং করার সুযোগ কম থাকে বা মানি লন্ডারিং করা কঠিন হয় তবে অন্যান্য অপরাধও কমে আসে। ইতালির প্রফেসর ডেনাতো ম্যাসসিয়াসদার একটি Conventional Demand-Supply Mechanism ব্যবহার করে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। যা পাঠকদের জন্য নিচের Graph এ দেখানো যেতে পারে।

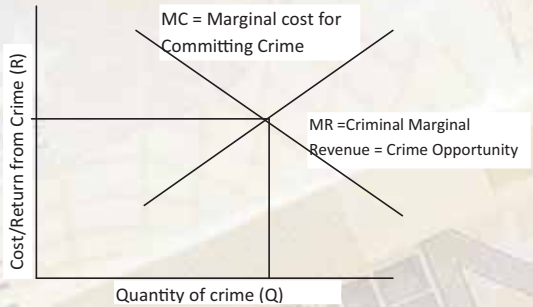

এই চিত্রানুসারে অপরাধের পরিমাণ নির্ভর করে অপরাধীদের Marginal cost for crime এবং Revenue এর ওপর।

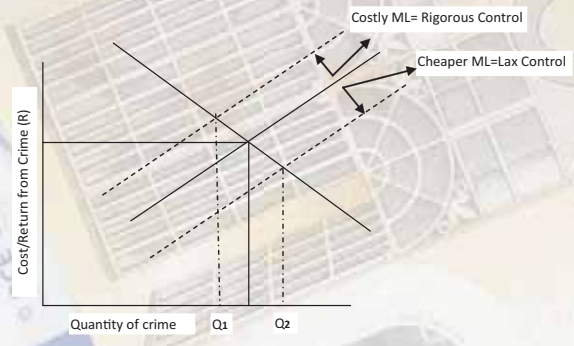

কোনরকম জটিলতায় না গিয়ে আমরা যদি বিষয়টি সহজভাবে ব্যাখ্যা করি তবে দ্বিতীয় চিত্রে আমরা দেখতে পাব যে Dotted Line নির্দেশ করছে Cheaper বা Costly opportunities of Money Laundering (ML)। এখন প্রশ্ন হলো কখন মানি লন্ডারিং করা Cheaper বা সহজ এবং কখন তা Costly বা কঠিন? মানি লন্ডারিং করা তখনই সহজ যখন আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর Know Your Customer (KYC), Suspicious Transaction (ST) Identification & Reporting সহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে না; যখন Financial Intelligence Unit (FIU) ভাল Intelligence Report প্রস্তুত করতে পারেনা; যখন তদন্তকারী সংস্থা দক্ষতার সাথে তদন্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেনা; যখন এ সংক্রান্ত

অপরাধের জন্য বিচার ব্যবস্থায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, যখন একজন অপরাধী অপরাধলব্ধ অর্থ বা সম্পদ অর্জন করে তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর অকার্যকারিতার কারণে সে আরো বেশি অপরাধে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ উল্লিখিত দুর্বলতাসমূহ অপরাধীর অপরাধ করার প্রবণতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

ঠিক উল্টোভাবে, আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে খুব কঠোর KYC, ST detection ও Reporting ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যখন কার্যকর থাকে; যখন FIU কার্যকরভাবে Intelligence Report প্রস্তুত করতে সক্ষম; যখন তদন্তকারী সংস্থা দক্ষভাবে তদন্তকার্য পরিচালনা করে, যখন বিচার প্রক্রিয়ায় অপরাধীর শাস্তি যথাযথ হয়, তখন অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা কমে আসে। তাই সামগ্রিকভাবে সকল সংস্থার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হলে মানি লন্ডারিং করা কঠিন হয় বিধায় অপরাধীর অপরাধে লিপ্ত হবার প্রবণতা কমে আসার ফলে Quantity of Crime কমে আসে।

গ্রাফে এটা স্পষ্ট মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের মাধ্যমে অন্যান্য অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য চাই আর্থিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোর যথার্থ সক্ষমতা, একটি দক্ষ ও কার্যকর FIU, দক্ষ ও পক্ষপাতদুষ্ট নয় এমন তদন্তকারী সংস্থা এবং কার্যকর বিচারিক প্রক্রিয়া। কেননা অপরাধীদের জন্য উদাহরণমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধীদের অপরাধে লিপ্ত হবার প্রবণতা কমে আসে। সুতরাং নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, শুধুমাত্র মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের মাধ্যমে অন্যান্য অপরাধ কমানো সম্ভব।

এবারে আলোচ্য বিষয়টির আরো একটি দিকের কথা আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা ও অপরাধ প্রমাণে অপর্যাপ্ত তথ্য উপাত্তের কারণে অপরাধীদের অনেকেই বিভিন্নভাবে পার পেয়ে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, অধিকাংশ অপরাধের সাথে অর্থের সংযোগ থাকার কারণে মূল অপরাধের পাশাপাশি মানি লন্ডারিং মামলা দায়ের করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন হলেও মানি লন্ডারিং অপরাধ প্রমাণ তুলনামূলক অনেক সহজ। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ মানি লন্ডারিং এর সংজ্ঞা অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। অপরাধলব্ধ অর্থ/সম্পদ গোপন করা, এর হস্তান্তর, রূপান্তর, হুন্ডি করা ইত্যাদি মানি লন্ডারিং অপরাধ। এমনকি জ্ঞানত অপরাধলব্ধ অর্থ দখলে নেয়া, রাখা বা ভোগ করা মানি লন্ডারিং অপরাধ। সুতরাং মূল অপরাধ প্রমাণ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হলেও মানি লন্ডারিং অপরাধ প্রমাণ তুলনামূলক সহজ।

অপরদিকে অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ অভিযুক্তকে দণ্ডাদেশ প্রদানের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মানি লন্ডারিং মামলার ক্ষেত্রে আদালতের দণ্ডাদেশ প্রদানের আগেই আদালত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিতে পারে। আবার বিচারিক কার্যক্রমে অভিযুক্ত অর্থের ব্যবহার, মানি লন্ডারিং অপরাধ, বিধায় অভিযুক্ত আসামীর বিচারিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার সুযোগও অনেক কম। এ দিকটি বিবেচনায় অন্যান্য আইনের তুলনায় মানি লন্ডারিং আইন অনেক কঠোর।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা গেলে অন্যান্য অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব। সুতরাং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক একটি অপরাধের তদন্ত ও মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মূল অপরাধের পাশাপাশি মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্তের বিষয়টি বিবেচনায় এনে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে মানি লন্ডারিং মামলা করা ও সে অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর আওতায় তদন্তকারী সংস্থা দুর্নীতি দমন কমিশন হলেও কমিশন এ সমস্ত মামলা ও তদন্তের ক্ষমতা অন্যান্য স্পেশালাইজড সংস্থাকে অর্পণ করতে পারে। ঠিক একইভাবে কর সংক্রান্ত অপরাধ বর্তমানে মানি লন্ডারিং এর সম্পৃক্ত অপরাধ বিধায় কর কর্তৃপক্ষের উচিত হবে এ সংক্রান্ত মামলার পাশাপাশি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে মানি লন্ডারিং মামলা করা ও সে অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এছাড়াও বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে অবাধ তথ্য বিনিময় সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অপরিহার্য। অপরদিকে কিছু কিছু সংস্থার তথ্য ভাণ্ডারে রক্ষিত তথ্য (যেমন- নির্বাচন কমিশনের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ অ্যান্ড ফার্মস এর কোম্পানী সংক্রান্ত তথ্যাবলী, মোবাইল ফোন কোম্পানীর গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাবলী, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের বহিরাগমন ও নির্গমন সংক্রান্ত তথ্যাবলী, আয়কর কর্তৃপক্ষের আয়কর সংক্রান্ত তথ্যাবলী ইত্যাদি) বিএফআইইউ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে বিএফআইইউ, কর কর্তৃপক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং অপরাধ সনাক্ত, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ করার সক্ষমতা হ্রাস এবং সর্বোপরি মানি লন্ডারিং অপরাধ দমনের ফলে অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে–

- আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা, ক্যাপিটেল মার্কেট ইত্যাদি বা অন্যান্য অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা পেশাজীবী যেমন- রিয়েল এস্টেট সেক্টর, মূল্যবান ধাতু বিক্রয়কারী, আইনজীবী, অ্যাকাউনট্যান্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জোরদার করা এবং এদের সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- মানি লন্ডারিং ও টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে বিএফআইইউসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়/সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;
- বিএফআইইউ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় একটি ডেডিকেটেড মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সেল প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে উক্ত সেলগুলোর পারস্পরিক Expert সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে কেসের গুরুত্ব বিবেচনায় যৌথভাবে তদন্তকার্য পরিচালনা নিশ্চিত করা;
- দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ঘুষ ও দুর্নীতি ব্যতীত অন্যান্য কেস উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষকে তদন্তের ক্ষমতার্পণের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা এবং সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা;
- বিএফআইইউ কর্তৃক ভাল Intelligence Report প্রস্তুত করা এবং তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত কার্যক্রমকে দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য ভাল সংস্থার তথ্য ভাণ্ডারে রক্ষিত তথ্য সহজে প্রাপ্তির বিষয়ে একটি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- এ বিষয়ে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আইনজীবী ও বিচারকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- উপরিউক্ত সংস্থাসমূহের তদন্ত সহায়ক হিসেবে আন্তঃসংস্থা তথ্যের অবাধ বিনিময় নিশ্চিত করা;
- বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরূপ সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং
- এ সকল অপরাধ তদন্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সকল সংস্থার মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা।

লেখক: ডিডি, বিএফআইইউ, প্রধান কার্যালয়

নিসর্গের শোভা
পাখিরচালা

নুরুন্নাহার

দিনটি ছিল শুক্রবার। ছুটির দিন বলে কথা। পাঁচদিন একটানা অফিস শেষে বিশ্রামের দিন। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না। ছেলেমেয়ের বায়না ওদের স্কুল থেকে বার্ষিক শিক্ষা সফরে যাবে ময়মনসিংহের ভালুকার সিডস্টোর। আমার বাচ্চাদের একজন তৃতীয় শ্রেণিতে ও অপরজন কে. জি. ওয়ান-এ পড়ে। ছোট বলে শিক্ষকরাও অভিভাবক ছাড়া নেবেন না, ওদিকে ওদেরও বায়না যেতেই হবে।

দুই সপ্তাহ আগে দুজনেই দুটি নোটিশ এনে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল টাকা জমা দিতে হবে। লেখাপড়ায়ও মনোযোগী হতে পারছে না দেখে শেষ-মেষ টাকা দিয়ে দিলাম। তবেই ওরা শান্ত হয়েছে! অবশেষে শিক্ষা সফরের আগের দিন মানে বৃহস্পতিবার রাতে ওদের চোখে ঘুম নেই। কে কোন পোশাক পড়বে, কয়টায় ঘুম থেকে উঠবে, তাড়াতাড়ি না গেলে গাড়ি ছেড়ে দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি টেনশন। এরপর বাধ্য হয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে ওদের নিয়ে যেতে হলো।

দিনটা ছিল ১ মার্চ ২০১৩। সকাল সাতটায় গাড়ি ছেড়ে যাবে ঢাকার মিরপুরের ওয়াইএমসিএ স্কুল গেইট থেকে। পৌনে সাতটায় স্কুলের গেইটে পৌঁছালাম। গিয়েই দেখি গাড়ি রেডি তাই ভাল সিট পাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠে গেলাম। কিন্তু গাড়ি তো আর ছাড়ে না।

শেষে মানে পুরো এক ঘন্টা বসে থাকার পরে প্রায় আটটায় সেই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাসফরে ময়মনসিংহের ভালুকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু হলো। সকালের নাস্তা বিতরণ করা হলো চলন্ত গাড়ির মধ্যেই। জনবহুল দেশ বাংলাদেশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তায় লোক খুব একটা ছিল না। সনি সিনেমা হল হয়ে মিরপুর মাজার রোড দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলছে। গাজীপুর পার হয়ে দেখলাম তুলাক্ষেত। জমিতে তুলাচাষ করা আমি এর আগে দেখিনি। শিমুল গাছে শিমুল তুলা দেখেছি, টিভিতে দেখেছি জমিতে তুলা চাষ করা, তবে এবার বাস্তবে দেখলাম। কিছু জায়গা জুড়ে গজারি বাগান আবার তুলার ক্ষেত, দেখতে ভালই লেগেছে।

অবশেষে ১১টায় আমরা ময়মনসিংহের ভালুকা হয়ে সিডস্টোর বাজার হয়ে একটি সরু আধাপাকা রাস্তা দিয়ে পাখিরচালা পিকনিক স্পটে পৌঁছলাম। পায়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকতেই বিশাল একটা মাঠ। মাঠে একটা বিশালাকার জলপাই গাছের চারপাশে রং-বেরংয়ের টাইলস্ দিয়ে গোলাকার বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠের চারপাশে ছোট ছোট বসার বেঞ্চ আছে। যে যার পছন্দমতো জায়গা নিয়ে তিন ঘন্টার ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করলো।

ছেলেমেয়েরা যে যার ইচ্ছামতো স্লিপারে খেলছে, কেউ দোলনায় দোল খাচ্ছে, কেউ ব্যাটে বলে ছক্কা হাঁকাচ্ছে। পিকনিক বলে কথা, ওদেরতো কোনো ক্লান্তিই নেই, সবার সে কী আনন্দ! মাঠ থেকে একটু ঢালে নেমে বাঁশ বাগান, বাঁশ বাগানের মধ্যেই ইট দিয়ে চুলা বানিয়ে হাঁড়ি বসিয়ে দেয়া হলো।

আমি কিছুক্ষণ বসার পর দূরে একটা ঘর দেখতে পেলাম। ঘরের নামটাও সুন্দর 'দিগন্ত'। নামটা খুব ভাল লাগল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে আরো একটা মজার জিনিস দেখতে পেলাম, যা আমার ছোটবেলায় দেখা। এখন ইচ্ছা করলে আর গ্রামের মানুষও খুঁজে পাবে না। সেটা হলো গ্রামে পিঠা তৈরি করার জন্য

ছেলেমেয়েরা যে যার ইচ্ছামতো স্লিপারে খেলছে, কেউ দোলনায় দোল খাচ্ছে, কেউ ব্যাটে বলে ছক্কা হাঁকাচ্ছে। ওদেরতো কোনো ক্লান্তিই নেই, সবার সে কী আনন্দ!

চালের গুঁড়া তৈরির 'ঢেঁকি'। সাথে সাথে আমি ওটাতে পা দিলাম। আমার ছেলে নাফী কোনদিন এটা দেখেনি। সেও গিয়ে ওতে পা দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো, আম্মু এটা কী ? আমি বললাম, ঢেঁকি। আমার দেখাদেখি সেও ঢেঁকি পাড় দিতে লাগলো। আমি ওর সাথে ঢেঁকিটারও একটা ছবি তুলে নিলাম। স্পটটির নাম পাখিরচালা হলো কেন- এটা ভাবতে গিয়ে মনে হলো কোন এক সময় এখানে হয়তো বা বন্য পশুপাখি সংরক্ষণ করা হতো। আর সেজন্য এর নাম রাখা হয়েছে পাখির চালা। কারণ পশুপাখি রাখার খাঁচাগুলো এখনো খালি জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে।

অন্য কর্নারে আর একটি ঘর দেখা গেল। সেখানে গিয়ে দেখি সেটারও একটা নাম দেয়া হয়েছে 'গোধূলি'। এর বারান্দায় একটা শিকা দেখা গেল, শুধু শিকা নয়, শিকায় একটি হাঁড়িও রাখা আছে। ঘরটির সামনে তিনটি মাটির চুলা এবং ভাতের মাড় ফেলার জন্য মাটি দিয়ে উঁচু একটি জায়গা তৈরি করা হয়েছে।

আরও দুটি ঘর দুই দিকে আছে, একটির নাম 'প্রান্তর' অন্যটির নাম 'প্রভাতী'। প্রভাতীর সামনে একটা উঠান আছে, তার এক পাশে একটা বিশাল আকারের মাটির চাড়ি। এর মধ্যে পানি দিয়ে পদ্ম ফুলের চাষ করা হয়। এখন ফুল সব মরে গেছে, তবে গোড়ায় এর শালুক রয়েছে, এর থেকেই আবার গাছ হবে, ফুল হবে। অনেক দিনের পানি আর পাতা পড়ে পঁচে পানিটা কেমন যেন হয়ে গেছে। তবে এর মধ্যে জীবন্ত শামুক আছে, শামুকের গায়ে শ্যাওলা পড়ে আছে, শামুকগুলো যখন হাঁটে মনে হয় যেন দলায় দলায় শ্যাওলা হেঁটে বেড়াচ্ছে। এমন কোনো ফলের ও ফুলের গাছ নেই যা এই জায়গাটিতে অনুপস্থিত। আম, জাম লিচু, কলা, কাঁঠাল, পেঁপে, তাল, আমড়া, বেল, ডালিম, পেয়ারা, কমলা রঙের এক প্রকার ফল নাম কউয়ার ফল, রাম বোতাম, আলু বোখারা, লটকন, আমলকি, হরিতকী, কদবেল, আতা, নারকেল ইত্যাদি ইত্যাদি ফলের গাছ ছাড়াও রয়েছে রেইনট্রি। তবে বেশি হলো গজারি ও জলপাই গাছ। ফাল্গুন মাসে সব গাছের পাতা ঝড়ে গিয়ে নতুন করে পাতা বের হয়। কিন্তু জলপাই গাছের ভিন্ন চিত্র। এগাছে পুরাতন সবুজ রঙের পাতার মাঝে লাল রঙের পাতাগুলো নিজের দিকে দৃষ্টি কেড়ে নেয় সকলের। দূর থেকে মনে হয় সবুজ পাতার ফাঁকে লাল ফুল ফুটে আছে। সৌদি খেজুর গাছের দুটি চারা গাছ আছে। ওতে খেজুর ধরে না, কিন্তু কাছেই ওই জাতের একটি বড় গাছ রয়েছে, ওটাতে খেজুর ধরে, খুব না-কি মিষ্টি হয়। দারুচিনি, তেজপাতা গাছও রয়েছে। কামরাঙা গাছে প্রচুর কামরাঙা পেকে হলুদ হয়ে আছে। কেউ ছিঁড়ে না। অনেকগুলো কামরাঙা অতিরিক্ত পাকার ফলে নিচে পড়ে গেছে, কেউ উঠিয়ে নিচ্ছে না। নেবেই বা কী করে? ৩২ বিঘা জমি পুরোটা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা, গেইট বন্ধ করে দিলে আর কারো ঢোকার উপায় নেই।

রান্না শেষে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, মাঠের এক পাশে একটা

বিলুপ্তির পথে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি

পানির কল বসানো রয়েছে। এখানে যারা আসেন তাদের পানির সমস্যা হয় না। পানি খুবই সুপেয়। যে যার মতো হাত ধুয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল খাবার সংগ্রহের জন্য। কিন্তু বসবে কিসে? বসার জন্য কোন সুব্যবস্থা না থাকায় কেউ খবরের কাগজ বিছিয়ে, কেউ শুকিয়ে যাওয়া ঘাস-মাটির ওপরে বসেই খেতে শুরু করে দিল। কেননা, তখন পেটে সবার প্রচণ্ড ক্ষুধা। খাওয়া শেষে সবাই গাড়ির উদ্দেশে মাঠ ছেড়ে রাস্তার দিকে এগুচ্ছে ঠিক তখনই এলাকার গাছের বড়ই, আখ, আইসক্রীম নিয়ে হাজির হলো হকারেরা। হুমড়ি খেয়ে সবাই যে যার পছন্দমত কেনা শুরু করে দিল। কেনাকাটা শেষে যে যার মত গিয়ে গাড়িতে বসে গেল। অবশ্য এর আগেই প্রধান শিক্ষিকা সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে যেখানে বসে এসেছেন সে সেখানে বসেই যাবেন। তার নির্দেশমত সকলে সেভাবেই বসল।

বেলা সাড়ে তিনটায় পাখির চালা পিকনিক স্পট ত্যাগ করে ঢাকার উদ্দেশে গাড়ি ছুটল। কিন্তু সিডস্টোর বাজারে এসে গাড়ি থেমে গেল। আমাদের গাড়ি ছিল সামনে। পিছনের গাড়ির নির্দেশে সামনের গাড়িও থেমে গেল। কী কারণ? জানা গেল পেছনের গাড়ির লোকজন কেনাকাটা করতে নেমেছেন। এদিকে দুপুরবেলা পশ্চিম দিকের সূর্যের প্রচণ্ড তাপ এসে আমাদেরকে অস্থির করে দিয়ে যেন বলছে, 'তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়ো না হয় তাপ উপভোগ করো'। ৪টায় সিডস্টোর বাজার ত্যাগ করে গাড়ি ছুটল ঢাকার উদ্দেশে। কিছুদুর যেতে না যেতেই প্রচণ্ড জ্যাম। কারণ হিসেবে জানা গেল সামনে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আবার ব্যাকে যাওয়া। ঘুরে-ফিরে আবার সেই বাঁধের ওপর দিয়ে মিরপুর, বিবিটিএ'র বাসার সামনে গেইটে যখন এসে গাড়ি থেকে নামলাম তখন বিকাল প্রায় ছয়টা। সারাদিনের আনন্দ মুক্তোকণার মত হৃদয়পিঞ্জরে বন্দি হয়ে রইল।

লেখক: ডিডি, গভর্নর সচিবালয়

সাগর-অরণ্যবেষ্টিত দক্ষিণ বাংলার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রে

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা

সুন্দরবন দুহিতা খুলনা প্রমত্ত ভৈরব যার প্রাণপুরুষ, গৌরবময় ও আভিজাত্যের প্রতীক গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উৎসধারায় অবস্থিত রূপসী রূপসা যার আত্মজা আর অজস্র নদী খাল-বিল শিবসা পশুর পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে যার তরঙ্গ বিহার- সেই ভাটির দেশের বনকন্যা খুলনা।

প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি, সুন্দরবনকে আগলে ধরে, বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে জেলা হিসেবে শিল্পনগরী খুলনার গোড়াপত্তন ১৮৮২ সালে। এ জেলার দক্ষিণ-পূর্বে দেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দর মংলা। দক্ষিণবঙ্গের তথা বাংলাদেশের প্রধান দুই অর্থকরী সম্পদ চিংড়ি ও পাট শিল্পের জন্যও খ্যাত দেশের তৃতীয় বৃহত্তম এ নগরী।

শ্যামল কুমার দাস, মহাব্যবস্থাপক, খুলনা

প্রথম অফিস

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রমেরও ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। এ অঞ্চলে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব ক্যালকাটা লিঃ, ব্যাংক অব কমার্স লিঃ ও সাউদার্ন ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি দেশভাগ জনিত কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানি ব্যাংকগুলোর প্রসার ঘটে ও একই সাথে ১৯৫০ সালে চালনা বন্দর প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপ্তির ধারা অব্যাহত থাকে। পঞ্চাশের দশকে খুলনায় কয়েকটি জুট মিল, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, খুলনা শিপইয়ার্ড ইত্যাদি শিল্প কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমুদ্র বন্দরের কারণে আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্যে যে গতি এসেছিলো তাকে সচল রাখতে এবং এ অঞ্চলের ব্যাংকিং খাতকে সুসংহত করতে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শাখা খোলার। সে প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের ১ এপ্রিল বর্তমান বানিয়াখামার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাস অভ্যন্তরে 'চন্দ ভবন' নামের একটি ভবনে তদানিন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, খুলনার যাত্রা শুরু হয় মাত্র ৩২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে। অফিসের প্রথম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন ব্যবস্থাপক এস, আজহার আলী। দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছরের পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন পদমর্যাদার ৩৫ জন অফিস প্রধান বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনায় দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস।

বর্তমান অফিস

১৯৬০ সালে লোয়ার যশোর রোড ও হাসপাতাল রোডের সংযোগস্থলে ১.৭০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং তারপর নবনির্মিত দ্বিতল ভবনে ১৯৬১ সালের ৩ এপ্রিল ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তিনতলা বিশিষ্ট একটি ভবন এবং একটি ছয়তলা অ্যানেক্স ভবনে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিব্যাপ্ত।

বর্তমান অফিসের অনুমোদিত কর্মবল ৬৫১। ৯ জন উপ মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ মোট নিয়োজিত প্রকৃত কর্মবল ৪১১ জন। সরকারের পক্ষে লেনদেন ছাড়াও শাখা অফিস হিসেবে এ অঞ্চলের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মনিটরিং ও অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজ সম্পাদনের অধিক্ষেত্র হিসেবে রয়েছে খুলনা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ জেলাসমূহে অবস্থিত তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ইস্যু, ব্যাংকিং, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি ও ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের সমন্বয়ে ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালিত হয়। একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র ছাড়াও পেশাগতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিস এ অঞ্চলের অর্থনীতির চাকা বেগবান করতে সরাসরি তদারকির মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ব্যাংক চত্বরে প্রবেশপথের পাশেই চোখে পড়বে নান্দনিক উদ্যান ও ফোয়ারা। মূল ভবনটি অনবদ্য

স্থাপত্য নকশায় খুলনা নগরের অদ্বিতীয় অট্টালিকা আর অ্যানেক্স ভবনটি তার পাশে আধুনিক নান্দনিক রীতিতে নির্মিত। মূল ভবনের পেছনে খুলনার ঐতিহ্যবাহী 'মহেন্দ্র হীল' যার পরবর্তী নাম হয় 'লেডিস পার্ক'।

অ্যানেক্স ভবনে নিচতলায় স্থাপন করা হয়েছে শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীরের একটি সুদৃশ্য ম্যুরাল। ম্যুরালে রয়েছে বিখ্যাত পীর হযরত খান জাহান আলী (রঃ) প্রতিষ্ঠিত বিশ্বঐতিহ্য ষাট গম্বুজ মসজিদ, সুন্দরবন দুহিতা খুলনার দৃশ্যপটে শিবসা, ভৈরব, পশুর নদীর একাত্মতার চিত্র, বিশ্ব ঐতিহ্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের অরণ্যরাজি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর চিত্রা হরিণ। ভাষা আন্দোলন, স্মৃতির শহীদ মিনার, জাতীয় পতাকা হাতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় ফুল শাপলা ও শান্তির কপোত। সব মিলিয়ে এই ম্যুরালটিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ঐতিহ্যবাহী খুলনার ছবি।

আবাসন, বিনোদন ও শিক্ষা কার্যক্রম

নগরীর রূপসা স্ট্র্যান্ড রোডে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা নিবাস। ১০টি পরিবারের আবাসন সুবিধা ছাড়াও এখানে রয়েছে গেস্ট হাউজ। শহরের প্রাণকেন্দ্রে বানিয়াখামার কর্মচারী নিবাসে ১৩৬টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ১০টি ইমারত, ডরমিটরি ভবন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব রয়েছে। এছাড়া একটি সুদৃশ্য মসজিদও আবাস চত্বরে নির্মিত হয়েছে।

ডিজিটাইজেশন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের মতো খুলনা অফিসেও বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অটোমেশন শুরু হয়েছে। SAP, Banking Application Package, Core Banking Software, Prizebond Matching System, Medical Information System, Clearing, EXP Matching, Human Resources Management System সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের আরও বেশ কয়েকটি নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে এ অফিসের বিভিন্ন বিভাগে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে ব্যাংকের কাজে যেমন গতিশীলতা এবং স্বচ্ছতা এসেছে তেমনি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, অবসরভাতা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ, সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ডে বিনিয়োগকারী সাধারণ জনগণ, ব্যাংকের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল স্টেক হোল্ডারগণই কোন না কোনভাবে এ থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক নিবাস, খুলনা

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনার সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের সম্পর্ক

অভিভাবক হিসেবে এখন নিয়ন্ত্রণ নয়, সহযোগিতা-সহমর্মিতার ভূমিকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংককে গাইড করছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রতি দুইমাস অন্তর এ অফিসে বিশেষ সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, প্রতি ত্রৈমাসিকে ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিশেষ করে খেলাপি ঋণ আদায় সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে সবার নজরদারি করা হয়। ব্যাংকসমূহ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনের ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে এসব টাস্কফোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা এ অঞ্চলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। নিয়মিত ব্যাংক পরিদর্শন, জালনোট প্রতিরোধ, ত্রুটিযুক্ত নোট সনাক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সচেতনতা ও পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যাংকগুলোকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগে ব্যাংকারদের সম্পৃক্ত করতে অভিভাবক হিসেবে স্থানীয় ব্যাংকার্স ক্লাবের সভাপতি এ অফিসের মহাব্যবস্থাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

প্রধান কার্যালয়ের কাছে প্রত্যাশা

দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাফল্যের ক্ষেত্রে শাখা অফিসগুলোর কর্মকাণ্ড গুরুত্বের দাবি রাখে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর ও সুচারুভাবে ব্যাংকের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম ব্যস্ত ও তৃতীয় প্রধান শাখা অফিস হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের কাছে এ অফিসেরও কিছু প্রত্যাশা রয়েছে। অনুমোদিত লোকবল অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হলে ব্যাংকের নিয়মিত কার্যাবলীতে আরও গতিশীলতা আনয়নসহ সেবাগ্রহীতাদের সেবার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। তাছাড়া পরিবর্তিত আবহাওয়ার বিচারে এ অফিসে একটি কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা গেলে তা অফিসের কর্মপরিবেশে উৎসাহব্যঞ্জক মাত্রা যোগ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা এর নিজস্ব কোন ভবন না থাকায় এদের জন্য পৃথক ভবনের ব্যবস্থা করা গেলে বিদ্যালয়, ক্লাব এবং কর্মচারী নিবাস- তিনটিরই পরিবেশ উন্নত হবে।

লেখক: তাপসী রানী কুন্ডু, ডিএম এবং এন. এ. এম সারওয়ারে আখতার, এডি খুলনা অফিস

খুলনা লেডিস পার্ক

পাথর সময়

মল্লিক হাবিবুল্লাহ

নির্ঘুম নির্জীব রাত
গেঞ্জির ভেতরে শুনি, পায়চারি পোকার
বুকের লোমশে বিলি কেটে যায় সারারাত।
আমার ঘরময় ঘুণপোকারা
সোফা- দেরাজ, পুরনো আসবাবপত্র যতো
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত;
কুট্-কাট কাটুস-কুটুস চালায়
নির্বিচারে অবিরাম।
সাতান্ন বছরতো মোটে আয়ুষ্কাল!
তা থেকে-
রাজি নদীর বাঁকে বাঁকে
ধলেশ্বরীর বিলে
বিষ্ণুপুর আর চিতোলিয়া গ্রামের
সুরকি ঢালা মেঠোপথে
রক্তের ফোঁটায় রেখে এলাম এক ভাগ;
সেনের হাটে, কালুর মনিহারি দোকান
আর শিবচরণের সেলুনের বড়ো আয়নায়
ধরে রেখে দিলে আরো একভাগ;
তারপর, তুমিতো নিলে পুরোটাই।
শিবচরণের দীর্ঘ আয়নায়-
একদিন সূর্যের তীক্ষ্ণ আলো
ঠিক্‌রে পড়লো।
তোমার মরাল সদৃশ গ্রীবায়
আমার আতপ্ত ঠোঁট ভেজাতে গিয়ে
দেখলাম, আগুনের লাভা।
ঝল্‌সে গেলো আমার ঠোঁট
পুড়ে খাক্ হয়ে গেলো-
বনরাজি, সুশোভিত মাঠ এবং
শস্যের তাবৎ আড়ং।
সাতান্ন পেরোতে আর বাকী কত, বলো?
তোমাকে দেখাবো বলে-
আমার উর্বর সময়ের
ছিলো আস্ফালন যতো
চেয়ে দেখি ঝুলে আছে পাথর সময়।

ছায়া অভিশাপ

(উৎসর্গ: বিশ্বজিৎ দাস)

মোঃ মঈনউদ্দীন খান

আমার পথ আগলে দাঁড়ালো এক ছায়া
আমি ছায়াকে এড়িয়ে যেতেই
ছায়া ও আমি সমান্তরাল মুখোমুখি।
আমি ছায়ার দিকে রক্তচোখে তাকালাম,
আমার রক্ত চোখ যেন দেখতেই পেল না ছায়া।
ছায়া নয়- পথ আগলে রেখেছে মৃত্যু পাথর।
আমার মাথার ওপর আকাশ নেমে আসছে,
আছড়ে পড়ছে ভেজা স্যাঁতসেঁতে মেঘ শরীরে-
পাকস্থলীতে হড়হড় করে ঢুকে যাচ্ছে মেঘের পোড়া গন্ধ
কল্পনার বরফকুচি গলে একাকার
অচল পয়সার মতো কিছু কষ্ট গুপ্তধনের ঐশ্বর্যের দ্যুতি ছড়াতে লাগলো
এত দ্রুত সব ঘটে গেল...
বিন্দুমাত্র টের পেলাম না বিবর্তনের কম্পন।
এক ছায়া রহস্যের সামনে কম্পমান আমার অস্তিত্ব
আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে মাথা তুলে দাঁড়ালাম।
স্রোতস্বিনী নদীগুলোর আজ অকারণ মন খারাপ- জোয়ারের দেখা নেই।
সমুদ্রের জলে নেই ঢেউ, সৈকত শূন্যতার বিলাপ
অরণ্য ছেড়ে পাখিরা গেছে নির্বাসনে
জ্যোৎস্না হারিয়ে চাঁদ হয়েছে অলুক্ষণে
জলের ফেনায় তাজা রক্তের বুঁদবুঁদ।
কবিরা শব্দ খুঁজে না পেয়ে ডুবে গেল নেশার পেয়ালায়
প্রেমিকার হৃদয়ে অভিমানের অমাবস্যা...
প্রতিদিনের চেনা পথ আজ রহস্যময় কুহেলিকা
পথ নয় যেন সাত আসমানের ওপর দিয়ে ছুটে চলা কোন জাদুকরী কার্পেট
ভীষণ ক্লান্ত শরীর আমার, পেয়ে বসেছে আমাতে ঘুম
আমার ছায়ারেখায় রক্তপথের শুকিয়ে যাওয়া দাগ
আগাগোড়া কফিনের মত নিজের ছায়াদেহ করে চলেছি নিজেই বহন..
ছায়ার ভিতর প্রিয় শকুনের আশ্রয়, পায়ের পাতায় ল্যান্ড মাইন.. ভাবছি শুধুই
কোথায় ফেলব পা ...
আমি ঘোরলাগা রহস্যের কুয়াশা সরাতে ছায়াকে জিজ্ঞাসা করি, কে তুমি?
কি চাও আমার কাছে?
ছায়া বলে....
'আমি তোমার অভিশপ্ত নিয়তি। পুণ্যের চেয়ে তোমার ঢের বেড়েছে পাপ!
প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে শুধরে দিতে আমি তোমার ছায়া অভিশাপ।।'

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা

সুবলকুমার বণিক

নিরপরাধী লিখো না

ভোলানাথ লিখেছিল নিরপরাধী
এই ভুল করে সে তো হল বিবাদী।
পণ্ডিত তাকে ক'ন, 'আর কতকাল
তোর খাতা হবে শুধু কাটাকুটি লাল!'
ভোলানাথ নিশ্চুপ আনত আনন–
পণ্ডিত এইবার ধীরে ধীরে ক'ন,
'লিখবি নিরপরাধ শুদ্ধ সেটাই
অভিযোগ থেকে তোর মিলবে রেহাই।'

[ইন্ প্রত্যয়যোগে 'আছে যার এই অর্থে' অনেক শব্দ গঠিত হয়। যেমন: ধন+ইন্=ধনী, জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানী, প্রাণ+ইন্=প্রাণী ইত্যাদি। তবে মূল শব্দের সঙ্গে 'স' ও 'নির্' উপসর্গযোগে সমাস সাধিত হলে শব্দের শেষে দীর্ঘ ঈ-কার আসে না। যেমন, নির্ (নেই) অপরাধ যার=নিরপরাধ (বহুব্রীহি সমাস)। 'স' ও 'নির্'-যুক্ত সমাসনিষ্পন্ন শব্দের শেষে কখনও 'ঈ' যুক্ত হবে না।

মূল শব্দ	*ইন্ প্রত্যয়যোগে সাধিত শব্দ*	*স ও নির্-যোগে সাধিত সমস্তপদ*
ধন	*ধনী*	*নির্ধন*
জ্ঞান	*জ্ঞানী*	*সজ্ঞান, নির্জ্ঞান*
প্রাণ	*প্রাণী*	*সপ্রাণ, নিষ্প্রাণ*
দোষ	*দোষী*	*নির্দোষ*

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামার কণ্ঠে গীত একটি গানের মধ্যে 'নির্দোষী' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। শ্যামা প্রহরীকে বলছে: 'নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ, দুইদিন মাগিনু সময়।' এটা বোঝা যায়, সুরসম্মিলনের প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ এখানে 'বিদেশী'র পাশে 'নির্দোষী'কে স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া আমরা তো জানি মহাজন লেখকেরা ভুল করলে সেটি হয় 'আর্ষপ্রয়োগ'। সুতরাং এই 'নির্দোষী' দোষমুক্ত।]

বই পরিচিতি

ইচ্ছে করে আকাশ ছুঁই

বিষয়: ছোট গল্পসমগ্র
লেখক: সৈয়দ নূরুল আলম, (জেডি, বিবিটিএ)
প্রকাশক: সৃজনী, ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ: মশিউর রহমান
মূল্য: একশত পঞ্চাশ টাকা

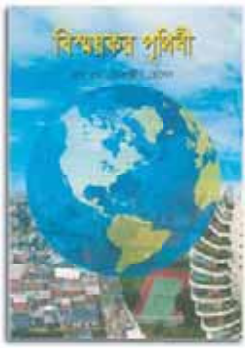

বিস্ময়কর পৃথিবী

বিষয়: কবিতাসমগ্র
লেখক: এস. এম. ফেরদৌস হোসেন (ডিজিএম, এসএমই এন্ড এসপিডি)
প্রকাশক: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা
মূল্য: একশত পঞ্চাশ টাকা

ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম

বিষয়: কম্পিউটার সায়েন্স, টেলিকম ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাঠ্য বই
লেখক: এস.এম. তোফায়েল আহ্‌মাদ (নোমান)
(প্রোগ্রামার, আইটিওসিডি)
প্রকাশক: প্রাইম পাবলিকেশন্স
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা
মূল্য: একশত চল্লিশ টাকা

যাঁরা অবসরে গেলেন

মোঃ নুরুল ইসলাম
(প্রাক্তন উপ মহাব্যবস্থাপক)
যোগদানের তারিখ– ১৩/০২/১৯৭৬
অবসর গ্রহণের তারিখ– ১৯/০১/২০১৩
অবসর গ্রহণের বিভাগ– কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

মোঃ আকবর আলী ভুইয়া
(প্রাক্তন উপ পরিচালক)
যোগদানের তারিখ– ১২/০২/১৯৮১
অবসর গ্রহণের তারিখ– ২৫/০৩/২০১৩
অবসর গ্রহণের বিভাগ– ডিবিআই-২

হিট-স্ট্রোক হতে সাবধান!

ডাঃ মোঃ মাহফুজুল হোসেন

বেশ গরম পড়েছে। এ সময় চরম ও গরম আবহাওয়াজনিত সমস্যা হিট-স্ট্রোক অর্থাৎ সর্দিগর্মি সম্পর্কে সচেতন থাকা চাই। প্রচণ্ড রোদে অফিস আদালতে যাবার পথে কিংবা হাটে-বাজারে ও বিশেষ করে যেসব এলাকায় রাস্তার পাশে গাছপালা খুবই কম, পথ চলতে চলতে হঠাৎ করে নিজে বা অন্য কেউ এতে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। এটি চিকিৎসা বিষয়ক একটি জরুরি অবস্থা এবং জীবনের জন্য হুমকিও বটে।

হিট-স্ট্রোকের বেশ কিছু সাধারণ উপসর্গ রয়েছে যা দেখে এটি নির্ণয় করা সহজ হয়

১) শরীরের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া *(পায়ুপথে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড/১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট হতে ৪১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড/১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট কিংবা কখনো কখনো আরও বেশি হতে পারে)*
২) ঘাম না হওয়ায় গায়ের ত্বক তপ্ত, শুষ্ক ও লাল হয়ে ওঠা।
৩) নাড়ীর স্পন্দন বেড়ে যাওয়া।
৪) শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া।
৫) অস্বাভাবিক আচরণ করা।
৬) দৃষ্টিভ্রম অর্থাৎ কল্পিত কিছু দেখার অভিব্যক্তি প্রকাশ করা।
৭) বিভ্রান্তি বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার সৃষ্টি হওয়া।
৮) উত্তেজিত বা অস্থির ভাব প্রকাশ পাওয়া।
৯) খিঁচুনি হওয়া।
১০) গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্নতা বা অচেতন হয়ে যাওয়া।
১১) চোখের তারারন্ধ্র সংকুচিত হয়ে আসা।

হিট-স্ট্রোক প্রতিরোধের উপায়

১) গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত ঘাম হয়। তাই কিছুক্ষণ পর পর বিশুদ্ধ পানি, ডাবের পানি, শরবত, ফলের জুস ইত্যাদি পান করতে হবে।
২) যারা হাইপোটেনশনে ভুগছেন অর্থাৎ যাদের লো-ব্লাডপ্রেশারের সমস্যা রয়েছে তাদের আহারের সময় সামান্য পরিমাণে কাঁচা লবণ খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বেশি দুর্বল লাগলে তারা মাঝে মাঝে খাবার স্যালাইনও খেতে পারেন।
৩) প্রচণ্ড রোদে একনাগারে বেশি সময় ধরে পরিশ্রম ও ভারি কাজ না করে মাঝে মাঝে ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে হবে।
৪) তপ্ত ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কাজে বের হলে সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরিধান করা উচিত।
৫) বেশি সময়ের জন্য রোদে বের হলে সঙ্গে ছাতা রাখতে হবে।
৬) অসহ্য গরমের সময় দিনে দু-তিনবার গোসল করলেও আরাম মিলবে।
৭) প্রচণ্ড রোদে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরার সময় মাঝে মাঝে ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে হবে ও পানি পান করতে হবে।

হিট-স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে যা করতে হবে

হিট-স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী

১) আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা স্থানে নিয়ে আসতে হবে। ফ্যানের নিচে কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে নিতে পারলে আরও ভাল হয়।
২) তাকে চিত করে শুইয়ে পা-দুটি ও নিতম্ব কিছুটা উঁচুতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩) যথাসম্ভব শরীরের কাপড় খুলে ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হবে অথবা বড় তোয়ালে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে সমস্ত শরীর স্পঞ্জ করে দিতে হবে।
৪) বগল বা দুই উরুর খাঁজে কিছুক্ষণ আইসব্যাগ রাখা যেতে পারে।
৫) খেতে পারলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘন ঘন পানি ও তরল খাবার দিতে হবে।
৬) মাঝে মাঝে শরীরের তাপমাত্রা মেপে দেখতে হবে এবং ১০১ থেকে ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইটে না নামা পর্যন্ত ঠাণ্ডা করার প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

লেখক: ডিসিএমও, বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্র

উইন্ডোজ ৭ এর কিছু কীবোর্ড শর্টকাট

মোঃ ইকরামুল কবীর

উইন্ডোজ ৭ এর অজানা কিছু কীবোর্ড শর্টকাট আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আশাকরি শর্টকাটগুলো আপনার কাজে লাগবে।

1. Windows key + Tab : সকল ট্যাব থ্রিডি আকারে ওপেন হবে।
2. Windows key + E : My computer ওপেন হবে।
3. Windows key + R : Run command ওপেন হবে।
4. Windows key + F : Search অপশন।
5. Windows key + X : Mobility Center ওপেন হবে।
6. Windows key + L : Lock Computer
7. Windows key + U : Ease of Access ওপেন হবে।
8. Windows key + P : Projectors
9. Windows key + T : Taskbar Items thumbnail দেখাবে।
10. Windows key + S : OneNote Screen Clipping Tool
11. Windows key + M : Minimize All Windows
12. Windows key + D : Show/Hide Desktop
13. Windows key + Up : Maximize Current Window
14. Windows key + Down : Restore Down/Minimize
15. Windows key + Left : Tile Current Window to the Left
16. Windows key + Right : Tile Current Windows Right
17. Windows key + #(# is any number) : taskbar প্রোগ্রাম ওপেন হবে।
18. Windows key + = : Launches the Magnifier
19. Windows key + Plus : Magnifier Zoom in
20. Windows key + Minus : Magnifier Zooms out
21. Windows key + Space : Desktop show করবে।

Windows Explorer এ থাকা অবস্থায়

22. Alt + Up : Go up one level
23. Alt + Left/Right : Back/Forward
24. Alt + P : Show/hide Preview Pane

Taskbar অপশন

25. Shift + Click on icon : new ট্যাব এ ওপেন হবে।
26. Middle click on icon : new ট্যাব এ ওপেন হবে।
27. Ctrl + Shift +click on icon : Open a new instance with Admin privileges
28. Shift + Right-click on icon : Show window menu
29. Shift + Right-Click on grouped icon : Menu with Restore All/ Minimize All/Close All, etc.
30. Ctrl + Click on grouped icon : Cycle between the windows(or tabs) in the group.

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি),
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ই মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

নেট বিনোদন

মনে হচ্ছে মানুষের স্তূপের ভেতর একটা চাঁন্দের গাড়ি আছে

মোটর সাইকেল কেনার দরকার নেই, দুটো চাকা কিনলেই হবে

ঐক্যবদ্ধ যাত্রা

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

সাদিয়া ইসলাম

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ আসমা ইসলাম
পিতাঃ মো. রফিকুল ইসলাম
(জেডি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, প্র.কা.)

তালুকদার আবদুল্লাহ আল-মামুন

কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ মরহুমা আইরিন পারভীন
পিতাঃ তালুকদার ফখরউদ্দিন
(ডিজিএম, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

রাজশ্রী কর (রিয়া)

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)
মাতাঃ সুমিতা রানী কর
পিতাঃ রাখাল চন্দ্র কর
(এডি, স্পেশাল স্টাডিজ সেল, প্র.কা.)

মোঃ মাহদী খান

সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ মাহবুব আরা
পিতাঃ মোঃ আব্দুস শুকুর খান
(ডিডি, এফইওডি, প্র.কা.)

মোঃ শাহ্‌রিয়ার করিম অর্নব

যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাই স্কুল
মাতাঃ সানজিদা রাখী
পিতাঃ মোঃ রেজাউল করিম (শামীম)
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

মোঃ আশরাফ আলী

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ শাহিনা আলী
পিতাঃ মোঃ ইছাহাক আলী
(ডিডি, এফইওডি, প্র.কা.)

ফারিহা আফরীন খান

মানিকনগর মডেল হাই স্কুল, ঢাকা (ব্যবসায় শিক্ষা)
মাতাঃ জেসমীন খন্দকার
পিতাঃ মোঃ আমজাদুর রহমান খান
(ডিডি, আইএডি, প্র.কা.)

নিশাত সাদিয়া

মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ আসমা রহমান
পিতাঃ মোঃ মোস্তাক হোসেন সরকার
(এডি, ইডি (আইসিটি) শাখা, প্র.কা.)

হাসান মোঃ শাহ্‌রিয়ার

মতিঝিল সেন্ট্রাল গভঃ বয়েজ হাই স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ নাজমা বেগম
পিতাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন
(জেডি, আইএডি, প্র.কা.)

যারীন তাসনীম শাফা

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ সৈয়দা শামীম আরা বেগম
পিতাঃ মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান (খোকন)
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

মারিয়া ইসলাম (উর্মি)

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ দিলারা খান
পিতাঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম খান
(জেডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

মালিহা তাসনীম

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ নাজমুন নাহার
পিতাঃ মো. আব্দুল মমীন
(জেডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

মোঃ ইশরাক হোসেন

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ ইসমত আরা বেগম
পিতাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন
(জেডি, বিআরপিডি, প্র.কা.)

মোঃ সাইফুল ইসলাম সাব্বির

মতিঝিল মডেল হাই স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ সামসুন নাহার
পিতাঃ মোঃ আব্দুল সালাম সিকদার
(সিনিঃ কেয়ার টেকার, সংস্থাপন, মতিঝিল অফিস)

রাব্বিনা রিদান খন্দকার

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
মাতাঃ নুরজাহান বেগম
(অফিসার (সঞ্চয়পত্র), মতিঝিল অফিস)
পিতাঃ রেজওয়ানুজ্জামান খন্দকার

নবনীতা কুন্ডু

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)
মাতাঃ নিবেদিতা কুন্ডু
(এডি, এসএমই, প্র.কা.)
পিতাঃ কৃষ্ণ গোপাল কুন্ডু
(জেডি, এইচআরডি, প্র.কা.)

বি.এম. তৌকির আহমেদ (তুলিব)

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ তাছলিমা রশীদ
পিতাঃ হারুন-অর-রশীদ-৩
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

মো. সাদমান সাকিব

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ সেলিনা হোসনে পারভীন
পিতাঃ মোজাম্মেল হক
(ডিডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

কৃতিত্ব

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

ইসরাত জাহান শিলা

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
মাতাঃ খালেদা আক্তার
পিতাঃ মোঃ শাহজাহান খান-৪
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

নাফিসা নাওয়াল

মাইলস্টোন কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ সাজেদা আক্তার
পিতাঃ মোঃ মুতিউর রহমান
(জেডি, এফইওডি, প্র.কা.)

উম্মে ফাতেমা কান্তা

আগ্রাবাদ বালিকা বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ রোকেয়া রহমান
পিতাঃ মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
(এডি, চট্টগ্রাম অফিস)

রওনক রহমান অলক

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ রোকশানা রহমান
পিতাঃ মোঃ আতাউর রহমান-২
(ডিডি, ময়মনসিংহ অফিস)

তনিকা তাবাসসুম সূচনা

মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (ব্যবসায় শিক্ষা)
মাতাঃ সাহিনা আক্তার
পিতাঃ মোঃ হামিদুল আলম (সখা)
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

সালমা সাদিয়া (ঝিলিমিলি)

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ সাজেদা আক্তার
পিতাঃ এইচ,এম,মিজানুর রহমান
(ডিডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

ভাস্কর চক্রবর্ত্তী

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর
মাতাঃ দীপা ঘোষাল
পিতাঃ ওমপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী
(ডিএম, প্রশাসন শাখা, মতিঝিল অফিস)

মোঃ শাফিউজ্জামান (পার্থ)

পুলিশ লাইন্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ শ্যামলী জামান
পিতাঃ মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান
(কেয়ারটেকার-১ম মান, বগুড়া অফিস)

ফারিহা তাবাসসুম (প্রীতি)

সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ, টংগী (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ সুলতানা আফরোজা
পিতাঃ মোঃ ওবায়দুল হক
(এএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

মোহাম্মদ মাকসুদুল হক (অনিম)

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ মোসাঃ সেলিনা বেগম
পিতাঃ মোঃ মাহফুজুল হক
(এএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

মতিউর রহমান (লিপু)

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ লিপি বেগম
পিতাঃ মোঃ মাসুদ আলী
(এএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

শাহরিয়ার আল হোসাইন (ইভান)

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)
মাতাঃ জেসমিন আক্তার
পিতাঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন
(ডিএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

বিশেষ কৃতিত্ব

মোঃ নূর-ই-আযম সৈকত
এমবিবিএস ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষা ২০১৩-এ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হতে ১ম স্থান অর্জন করেছে। সৈকত বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর অফিসের ডিএম (ক্যাশ) মোঃ আতিকুজ্জামান ও নিলুফা ফরিদা বেগমের পুত্র।

সুস্মিতা চৌধুরী স্মিতা
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) ঢাকা থেকে ২০১২ সালে বিবিএ ডিগ্রী অর্জন করেছে। ভাল ফলাফলের জন্য সম্প্রতি তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক সিলভার মেডেল প্রদান করা হয়। স্মিতা বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ডিএম (ক্যাশ) কনিকা পোদ্দারের কন্যা।

জেএসসিতে জিপিএ ৫

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

বরিশাল জিলা স্কুল
মাতাঃ বেবী রানী দে
(ডিএম, বরিশাল অফিস)
পিতাঃ অরুময় বিশ্বাস

মীর মশিউর রহমান

বরিশাল জিলা স্কুল
মাতাঃ লাকী বেগম
(এএম, বরিশাল অফিস)
পিতাঃ মোঃ মোতালেব হোসেন

মোঃ মাশফিক আলম ভূইয়া

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
মাতাঃ মর্জিনা আক্তার চৌধুরী
পিতাঃ মোঃ মাহবুব আলম ভূইয়া
(ডিডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

‘প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমন ভিশন বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনার বিকল্প নেই’

মোঃ আহসান উল্লাহ
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ বর্তমানে সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট এর (সিবিএসপি) প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সিবিএসপি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় এবং এর মাধ্যমে অর্জিত সুফলগুলো নিয়ে এ সাক্ষাৎকারে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেন।

সিবিএসপি গ্রহণের যৌক্তিকতা এবং পটভূমি সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাবেন কী?

২০০২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ মানবসম্পদ, অবকাঠামো এবং তথ্য প্রযুক্তির তৎকালীন অবস্থা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে দু'টি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দু'টি রিপোর্ট প্রস্তুত করানো হয়। রিপোর্ট রিভিউ করার জন্য নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়। আমি সে সময় উক্ত রিভিউ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। রিভিউ কমিটির বিস্তারিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে সিবিএসপি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং অটোমেশনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে নির্ভুলভাবে তথ্য ও কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের জন্য সিবিএসপি অনিবার্য ছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশি/বিদেশি পরামর্শকদের অংশগ্রহণ একটি বাস্তবতা। বিভিন্ন অঙ্গ সম্বলিত একটি বহুমাত্রিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আপনি বিষয়টিকে কী ভাবে দেখেন ?

দৈনন্দিন রুটিন কাজের মাধ্যমে অর্জন করা কঠিন এ রকম লক্ষ্য অর্জনের জন্যই সাধারণত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আমি পরামর্শকদেরকে দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। বিভিন্ন ফাংশনাল এরিয়ায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য পরামর্শক প্রয়োজন। সিবিএসপির ক্ষেত্রে আমরা ব্যাংক সুপারভিশন, হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট, অ্যান্টি মানি লন্ডারিং, ইআরপি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশি/বিদেশি পরামর্শকদের কার্যকরী সাহায্য পেয়েছি। পাশাপাশি প্রকল্পের কিছু প্রশাসনিক কাজ থাকে যেমন প্রকিউরমেন্ট, মনিটরিং, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, রিপোর্টিং ইত্যাদি। বেশিরভাগ প্রকল্পেই বর্ণিত কাজগুলোর জন্য পরামর্শকদের সেবা (Service) নেয়া হয়। সিবিএসপির ক্ষেত্রে শুধু প্রকিউরমেন্ট এর জন্য আমরা কিছু সময় পরামর্শকের সাহায্য নিয়েছি, তবে এ সমস্ত কাজ মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের একদল তরুণ কর্মকর্তার মাধ্যমেই সুসম্পন্ন করা হয়েছে। আমি মনে করি এটি অন্যদের জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে অগ্রগণ্য হতে পারে।

সিবিএসপি বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ মুহূর্তে এর অর্জন বা ব্যর্থতার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আপনার মূল্যায়ন ?

আমি মনে করি এ সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন করার অধিকার প্রকল্পের ফলভোগী এবং স্টেকহোল্ডারদের। অবশ্য কিছুদিন আগে আমরা একটি বেনিফিশিয়ারি সার্ভে সম্পন্ন করেছি। এ সার্ভের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, অটোমেশনের ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন সব মহলেই প্রশংসিত, তবে অটোমেশনসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই আমাদের আরো উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

সেক্ষেত্রে সিবিএসপির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য এ মুহূর্তের করণীয় সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছি।

সিবিএসপি এর ২য় পর্যায় নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্ত হতে আরো কিছু সময় প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে আমরা Japan International Cooperation Agency (JICA) এর সাথে আলোচনা শুরু করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে, তাদের সহায়তায় আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান আইটি অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে দুটি পূর্ণাঙ্গ স্টাডি করতে পারবো। এর ফলে সিবিএসপি ২য় পর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নের কাজটি বাস্তবতার নিরিখে শুরু করা সম্ভব হবে।

সিবিএসপির প্রকল্প পরিচালক ছাড়াও আপনি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট বা এসপিইউ এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আপনি কি অল্প কথায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কৌশলগত পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

একটি উন্নয়নশীল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়ন, আর্থিক খাতের তদারকি, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ছাড়াও আরো বহুবিধ দায়িত্ব পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় খুবই জরুরি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কমন ভিশন বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনার বিকল্প নেই। পৃথিবীর অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট বা এসপিইউ রয়েছে এবং সে সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্নের লক্ষ্যে এসপিইউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমাদের পথচলা মাত্র শুরু হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগ ও অফিসের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নতুন করে কাজ শুরু করবো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: নওশাদ মোস্তাফা
ডিডি, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট, সিবিএসপি সেল

মানবিক দায়িত্বে

বাংলাদেশ ব্যাংক

এপ্রিল ২৪, ২০১৩। বিধ্বস্ত রানা প্লাজা, সাভার, ঢাকা। কিছু অর্থলোভী ব্যবসায়ীর অমানবিক সিদ্ধান্তে সমস্ত বাংলাদেশ যখন স্তম্ভিত, সহস্র আহত ও নিহতের সাথে কোটি জনতার হৃদয় যখন রক্তাক্ত, তখন সবার আগে দ্রুত সাহায্যের জন্য পাশে দাঁড়িয়েছে মানবতা। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে শত স্বেচ্ছাকর্মী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো উদ্ধারকাজে। কারো আহ্বান বা নির্দেশের অপেক্ষা করেনি মানবতা। এমনই শক্তিশালী এই অনুভূতি। মানবিক দায়িত্বে একই সারিতে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গভর্নর ড. আতিউর রহমানের তাৎক্ষণিক নির্দেশে আহতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য ঔষধ এবং অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চিকিৎসক ও উদ্ধারকর্মী সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪ সদস্যের একটি দল সাভারে যায়। পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনের জন্য শুরু হয় পরিকল্পনা।

আহত, নিহতদের পরিবার এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা করার জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় বসে বাংলাদেশ ব্যাংক। Corporate Social Responsibility (CSR) এর অংশ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানবিক হতে আহ্বান জানান গভর্নর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো হলো–

- সাভার দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একদিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে;
- সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দান করবে;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি 'দুর্যোগ সহায়তা তহবিল' গঠন করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সাভার দুর্ঘটনার উদ্ধারকার্যে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবীদের প্রয়োজনানুযায়ী চাকরি, অর্থায়নের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা;

  সিএসআর নিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

দুর্ঘটনার পর ব্যাংকসমূহ তাদের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ডাক্তার, ঔষধ, খাদ্য উপকরণ প্রেরণ ছাড়াও রক্তদানের মত মহৎ কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়াও ১৪ মে ২০১৩ গভর্নরের নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিরা সাভার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ৮০ কোটি টাকার চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট এর তত্ত্বাবধানে সাভার দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারকে সহায়তা করার বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করার জন্য উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর নিকট হতে আহত, নিহত এবং স্বেচ্ছাসেবীদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এভাবে প্রথাগত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বের কাছে এক মানবিক ব্যাংকের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : কালার ক্যাম্পাস, ৩২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।